দৈনিক বাংলা
ডকুমেন্টেশন
তারিখ ...31 OCT 1988...
পৃষ্ঠা ...5... কলাম ...3...
৩৪

প্রাইভেট টিউটর বিতর্ক

প্রাইভেট পড়ানো নিয়ে ইদানীং কথাবার্তা বেশ জমে উঠেছে। এ ভালো কি মন্দ—তা নিয়ে মতামত দেয়া চলছে। এর পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তিতর্ক মেলা পড়ছে। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে এতদিন ধরে যে ক্ষোভ-আক্ষেপ প্রকাশ করা হয়েছে বিশেষ কোচিং প্রথার বিরুদ্ধে এখন হঠাৎ করে তা উবে গেছে।

'প্রাইভেট' লোকে পড়ে বা পড়ায় কেন? গৃহশিক্ষকতা কবে থেকে শুরু হলো? ভেবে দেখতে হবে। 'বিদ্যাপীঠ' সৃষ্টির আগেই সৃষ্টি গৃহবিদ্যার পদ্ধতি। সে গৃহ অবশ্যই গুরুর। গুরুর কাছে বিদ্যা ও জ্ঞান অর্জন করেছে বিদ্যার্থী—সাধনার মত ছিল সে জ্ঞান-অন্বেষণ, বিদ্যা অর্জন শেষে একটি আনুষ্ঠানিক উৎসব মুখর স্নান সমাপন করে ফিরে আসতো শিক্ষার্থী—এজন্যই 'স্নাতক' শব্দে রূপ নিয়েছে ইংরেজী ডিগ্রী শব্দটি। এই প্রত্যাবর্তন বিদ্যার ইতি নয়, অর্জিত বিদ্যার ব্যবহারিক প্রয়োগের অধিকার লাভ এবং অধিকতর জ্ঞানচর্চার প্রারম্ভিক স্তর।

সেই সময় ও সেই পরিবেশ আজ অনুপস্থিত ও অতীত। আজকের আনুষ্ঠানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই প্রধান—এমনকি প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হয়ে পরীক্ষা দেয়াও সংশয়ের ও শংকার এখন।

প্রয়োজনেই নিয়ম বদলায়, প্রয়োজনেই নতুন প্রথার জন্ম হয়। জীবনের চলমানতায় থমকে যাওয়ার পথ নেই—পরিবর্তন তার পথ করে নেবেই। তাই বর্তমানের যে শিক্ষা ব্যবস্থা, সে নিয়ে প্রশ্ন তোলার অবকাশ নেই। আগেকার সেই পরম-শ্রদ্ধেয় নিবেদিত প্রাণ নিঃস্বার্থ গুরু তথা শিক্ষকগোষ্ঠী আজ হারিয়ে গেলেন কেন, এই শিরঃপীড়া বাহুল্য। তাঁদের দরকারই বা কেন ফুরিয়ে গেল, এ-ও কাজের প্রশ্ন নয়। আজ বিভিন্ন ধরনের ও বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রকারের ও বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান শিক্ষা, শিক্ষার্থী ও শিক্ষক সম্পর্কে কাজ করার দায়িত্বপ্রাপ্ত। যুগ-কাল অনুযায়ী দেশ, পরিবেশ এবং আন্তর্জাতিক বিশ্বের চাহিদা নিরূপণ করে শিক্ষাসূচী শিক্ষা-কাঠামো ও শিক্ষাদর্শন পরিবর্তন ও বিন্যস্তকরণ থেকে শুরু করে শিক্ষার্থীদের মেধা-বিষয়ক মূল্যায়ন ও সার্টিফিকেট প্রদান এইসব গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। স্বনামখ্যাত হলেও কোনও ব্যক্তি বিশেষের সনদ প্রদানের একক ক্ষমতা নেই।

কিন্তু বর্তমান অবস্থা বিস্ময়কর হয়েও যেন বিস্ময়কর নয়। প্রশ্ন জাগে, কেন এমন হয়? এ প্রশ্ন এমনিতেই উঠেছে—ঝড়ো হাওয়া সৃষ্টি করেছে, প্রাইভেট কেন পড়ানো হয়? কেন শিক্ষার জন্য দু-তিন খাতে দু-তিন ভাবে অর্থ ব্যয় করতে হবে?

কেবল অর্থ কি? এতে তো ধকল ও শ্রমও লাগে—শিক্ষক শিক্ষার্থী উভয়েরই। লক্ষ্যণীয়, সময় দ্রুত দৌড়াচ্ছে—শিক্ষক শিক্ষার্থীর বাড়ি বাড়ি গিয়ে পড়ানোর যে ব্যবস্থা তাও কমছে—এখন শিক্ষক নিজ ঘরে অথবা তৃতীয় কোনও স্থানে ঘরভাড়া নিয়ে গ্রুপ পদ্ধতিতে কোচ করেন। এগুলো পরিচিত 'হোম' 'সেন্টার' 'টিউটোরিয়াল বা অন্য নামে।

এমন সব পরিবর্তন বা বিবর্তনের মূলে কিন্তু শিক্ষার যে লক্ষ্য ও আদর্শ, তা কেবল শ্রেণীকক্ষের বা শিক্ষাঙ্গনের নয়, পুরো সমাজের। সমাজই এখন ডিগ্রী চায়, শিক্ষা চায়, এর ব্যত্যয় ঘটিয়ে যে বা যারা শিক্ষা-মুখী, তারা ব্যতিক্রমই, উদাহরণ নয়।

এখন নগদ জিজ্ঞাসা—গৃহশিক্ষকতা অথবা বিশেষ কোচিং ব্যবস্থা কতোটা সঙ্গত? এবং যদি অসঙ্গত না হয়, তবে এই ব্যবস্থায় কাদের এখতিয়ার? একজন শিক্ষকের, মানে পেশাধারী শিক্ষকের, নাকি আর-কারও? অর্থাৎ শিক্ষাপ্রাপ্ত অন্য পেশাজীবীর? এ জিজ্ঞাসার উত্তর, সদুত্তর—এক কথায় দেওয়া সহজ নয়, সম্ভবও নয়। কারণ জানা কথা সমন্বিত কোনও ব্যবস্থাপনায় মাত্র একটি স্তরে সতর্ক হলেই সংশোধনের পথ পাওয়ার উপায় নেই। স্কুল কলেজের সংখ্যাল্পতা ও মাত্রাতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করা পদ্ধতি জিইয়ে রেখে পরীক্ষা পদ্ধতিতে সময়ে সময়ে সামান্য প্রলেপ দিয়ে তার মূল অপরিবর্তিত রেখে এবং পরীক্ষার প্রশ্ন পত্র প্রণয়ন থেকে শুরু করে পরীক্ষার ফলাফল প্রদান পর্যন্ত সুদীর্ঘ ও গুরুত্বপূর্ণ চ্যানেল পূর্ববৎ রেখে কেবলমাত্র প্রাইভেট কোচিং নিয়ে মাথা ঘামালে লাভ হতে পারে না। বিশেষভাবে শিক্ষার্থীর মেধা ও আর্থিক অবস্থানকে তুড়ি মেরে তার পরীক্ষার ফলাফলকেই তার মনন ও জীবনের মানের 'দণ্ড' হিসেবে ধরে নিয়ে রায় দেওয়ার নির্দয় ব্যবস্থায় তো আরও না।

যতোদিন পর্যন্ত শিক্ষার্থীর মান ফলাফল নির্ভর হবে, যতোদিন পর্যন্ত সেই ফলাফল এমন এক পদ্ধতির পরীক্ষার ওপর ভর করে থাকবে—যাতে শিক্ষার্থী কোচিং পেলেই উৎকর্ষ দেখাতে পারে—যতোদিন পর্যন্ত কোচিং পদ্ধতিরও একটি প্রশ্ন সাপেক্ষ কৃতিত্ব প্রদর্শনের বিতর্কিত অবকাশ থাকবে ততোদিন পর্যন্ত পরীক্ষার্থীর প্রাইভেট পড়ার প্রয়াসকে অবাঞ্ছিত প্রবণতা বলেও ঠেকা যাবে না।

যে সমাজে যে ধরণ—তাই তো অনুকরণীয়। অন্তত প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতিষ্ঠা পেতে হলে সেই প্রতিষ্ঠিত রেওয়াজ ধরেই তো এগুতে হবে। তাহলে সমাজের দর্শন, শিক্ষা ক্ষেত্রের দর্শন, যতোই সমালোচনার বা স্থির চিন্তায় অনভিপ্রেত মনে হয়, হোক—একজন অভিভাবক বা শিক্ষার্থীর পক্ষে তাকে চ্যালেঞ্জ করে ভিন্ন স্রোতে বৈঠা ধরা কি সম্ভব? তেমন নিষ্ঠায় শুকনো প্রশংসা মিলতে পারে, আর কি লভ্য হতে পারে?

নিজের জীবন নিয়ে বাজি ধরা যায়—কিন্তু সন্তান নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করা আসলেই সম্ভব নয়।

একই কথা পেশাধারী শিক্ষকদের ক্ষেত্রেও। জীবন যাপনের মূল্যমানের সঙ্গে সঙ্গতি বিধানের লক্ষ্যে অসাধু না হয়ে উপার্জন বাড়াতে তাকে বেছে নিতেই হবে পথ প্রতিষ্ঠানের বাইরেও বিশেষ শিক্ষাদানের। এ তার বাড়তি আয়—যা দিয়ে তিনি 'বর্তমান'-এ অনুরক্ষা করেন এবং ভবিষ্যতের অর্থাৎ বার্ধক্যের নিরুপায় সময়ের জন্য অন্ন-স্বাস্থ্য-বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে চেষ্টা করেন।

এমন অবস্থায় একজন শিক্ষক তিনি যে ধরনের শিক্ষাঙ্গনেই যুক্ত হোন, আয় বাড়ানোর লক্ষ্যে কী করবেন? নিশ্চয়ই আর সব পেশাজীবীর মতোন মূল পেশা ও দক্ষতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কাজের ব্যাপ্তি ঘটাবেন।

দক্ষতা না থাকলেও ভিন্ন পেশাজীবীদের বিকেলে বা সন্ধ্যায় ছাত্র পড়াতে দেখা যায়। কারণ একই। একই উদ্দেশ্যে গৃহশিক্ষা পেশায় ব্রতী মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদেরও। অর্থাৎ জীবনমান বৃদ্ধি অথবা জীবনদায় পরিচালনার জন্যই সকলে গৃহশিক্ষকতায় আসেন এবং এ পেশায় সকলেই পার্ট-টাইম। পূর্ণকালীন নেই-ই বলা যায়। পূর্ণকালীন না থাকার কারণও অস্বচ্ছ নয়। একেবারে কিছুই না করলে অভিভাবকমন সংশয় টাটতে পারেন না—এ কারণেই শিক্ষাঙ্গনের সঙ্গে যুক্ত বা চাকরিরত শিক্ষকেরই। ক্ষেত্র বিশেষে অবসর-প্রাপ্ত শিক্ষকেরও, বেশি কদর।

এই সমাদরের কারণ স্পষ্ট। কর্মরত শিক্ষক স্কুল, কলেজ ও শিক্ষা বোর্ডের সকল পদ্ধতির সম্পর্কে অভিজ্ঞ। গৃহশিক্ষকতার উদ্দেশ্য যখন এখন 'সুশিক্ষা'র চাইতেও সুফল লাভই বেশি তখন আর অনভিজ্ঞ তোষণ করে লাভ কি।

এমন অবস্থায় গৃহশিক্ষকতার পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি-তথ্য খরচ করা উচিত কতোটা, তাই বিবেচ্য। গৃহশিক্ষকতা যেখানে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রায় অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত, সেখানে সেই ব্যবস্থা অটল রেখে এর যথার্থতা অযথার্থতা নিয়ে কথা বলে ফায়দা আর কতোটুকু।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান উন্নত বা সমুন্নত রাখতে পারাই দৃশ্যত অব্যর্থ প্রতিষেধক। কিন্তু জট সেখানেও। এ মান চট জলদি কি করে মগডালে চড়ানো যাবে? ব্যাপারটি তো কোনও আশ্চর্য প্রদীপের কেরামতির গুণ নয়—এর জন্য সংশিষ্ট যেখানে যা আছে শিক্ষা সম্পর্কের, তার পুরোটা নিয়েই ভাবতে হয়।

ভাবতে হয় সমাজের দিক-নিশানাও। শিক্ষাঙ্গন জীবনের বৃহত্তর অঙ্গন থেকে বিচ্ছিন্ন নয়—তাই একে আলাদা করে চিকিৎসা করলে আরোগ্যের আশা নেই। সমস্যা জর্জরিত জীবনে সব সময় অতোটা মনে আনা যায় না, তাই পরস্পরকে দোষারোপ করে আমরা আত্মসাফাই গাই। কখনও শিক্ষককে গৃহশিক্ষকতার জন্য, কখনও অশিক্ষককে প্রাইভেট টুইশনের জন্য, কখনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে প্রার্থিত মান বজায় না-রক্ষার জন্য, কখনও অভিভাবককে গৃহশিক্ষক রাখার জন্য—দোষ দিয়ে বা দায়ী করে বেড়াই। আসলে দায় তো সমাজ ব্যবস্থা ও সমাজ দর্শনের—তার শুশ্রূষাই আগে চাই।

—হোসনে আরা শাহেদ